পাঠক ফোরাম

আগামী দিনের বাংলাদেশ

অনেক কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ দেশটি। কারো দয়া বা দানে পাওয়া নয়। অথচ দেখা যায় দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দলের কাছে যেন আমরা জিম্মি। তারা যে সময় ক্ষমতায় আসে মনে হয় সবকিছু তাদের। তখন মনে হয় দেশটিতে গণতন্ত্র নেই। রাজতন্ত্র। কিন্তু এই মানসিকতা কি আমরা পরিবর্তন করতে পারি না? আজ প্রায় ৩৪ বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। অথচ আমাদের লক্ষ্য যেন সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। সবাই নিজের ও দলের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা কি ড. মাহাথির মোহাম্মদের মতো একজন নেতা পাব না আমাদের দেশে? বড় বড় কথা না বলে আসুন না সব কিছু ভুলে; দল, ক্ষমতা, নিজের স্বার্থ সব বিসর্জন দিয়ে সবাই একসঙ্গে বসে দেশটির উন্নতি কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করি! পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু করি। তা না হলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

মোঃ রফিকুল ইসলাম মাহী
পশ্চিম চৌকিদেখি, সিলেট

ছাত্রদলের দৌরাত্ম্য

সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাবির ছাত্রী হ্যাপীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। শোকে-ক্ষোভে-প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ হবেই যদি না আমরা সভ্য সমাজে বাস করে থাকি। এবং তাই করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু পুলিশের যেখানে উদ্ভূত পরিস্থিতি কৌশলে মোকাবেলা করার কথা, সেখানে তারা ভয়াবহ যুদ্ধে নেমে পড়েছে। শোকে মুহ্যমান ছাত্রছাত্রীদের তারা নির্বিচারে পেটালো। এমন কি ছাত্রছাত্রীদের অশালীন ভাষায় গালাগালিও চলল সমান তালে। প্রতিবারই আমরা দেখছি পুলিশকে এহেন জঘন্য কর্মকান্ড অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে করতে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর হায়েনার মতো আক্রমণে ছাত্রদল (!) নামক পঙ্গপালরা নির্লজ্জভাবে সহযোগিতা উৎসাহ দিয়েছিলো। প্রিয় পাঠক আসুন আমরা সবাই ধিক্কার জানাই হামলাকারী ক্যাডারদের প্রতি।

রতন কুমার প্রসাদ
প্রাক্তন ছাত্র ঢা.বি

ধর্মীয় সন্ত্রাস

বেশ কিছু দিন থেকে আমরা প্রতিনিয়ত দেশের প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই বাংলাদেশের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর জুলুম, অত্যাচার, মহিলাদের ওপর

আক্রমণ ইত্যাদি করে যাচ্ছে এক ধরনের উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা। আহমদিয়াদের সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা ছিল না। কিন্তু ৬ মে সাপ্তাহিক ২০০০ পড়ে এদের সম্পর্কে অনেকটা ধারণা হয়েছে। দেখতে পাই খতমে নবুওয়তের নেতারা বলে আহমদিয়ারা নাকি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী মানে না। কিন্তু দেখা যায় আহমদিয়া জামায়াতে কেন্দ্রীয় খতিব বলছেন, 'হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আমাদের সব ধর্মীয় পুস্তকে তার প্রমাণ রয়েছে'। এতো সুন্দর করে বলার পরও কেন তাদের ওপর এ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এই ধর্মব্যবসায়ী মৌলবাদীরা তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আমি মনে করি সাপ্তাহিক ২০০০ 'জামায়াতি আক্রোশের শিকার কাদিয়ানিরা' প্রচ্ছদের মাধ্যমে সচেতন মহলের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদের সবারই উচিত এসব মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। তাই সব ধর্মের শান্তিপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।

লাকী ইনাম
এমআর কলেজ, পঞ্চগড়

আবার লঞ্চ দুর্ঘটনা

পত্রিকার পাতা খুললে প্রায়ই লঞ্চডুবির ঘটনা চোখে পড়ে। এসব ঘটনা দিন দিন আমাদের যেন গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। নদীর তীরে লাশ পড়ে আছে আর সেগুলোকে শেয়াল কুকুরে টেনে হিঁচড়ে খাচ্ছে। এ বড়ই নিদারুণ দৃশ্য। মনের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও আমরা তেমন কিছুই করতে পারছি না। কিছুদিন আগে গলাচিপায় ৫ শতাধিক যাত্রী নিয়ে একটি লঞ্চ নদীতে ডুবে যায়। এতে দুই শতাধিক মানুষের জীবন দিতে হয়। গত কয়েক বছর ধরেই কর্তৃপক্ষের নাকের ডগার ওপর দিয়েই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। অথব কর্তৃপক্ষ নীরব। এ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে সে ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এজন্য সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে জনগণকেও।

গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রতিবন্ধীদের জন্য

প্রতিবন্ধী শব্দটির সঙ্গে মিশে আছে একরাশ দুঃখ ও যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা কারো একার নয়, গোটা সমাজের। প্রতিবন্ধিতা কোনো রোগ নয়, এর অর্থ বাধাপ্রাপ্ত বা বন্ধকতা। একজন স্বাভাবিক মানুষ যা করতে পারে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মাঝে, প্রতিবন্ধীরা তা করতে পারে না। সমাজের সক্ষম মানুষেরা তাদের বোঝা বা অভিশাপ মনে করে। গ্রামাঞ্চলে তাদের বাবা-মার কৃতকর্মের ফল হিসেবে মনে করে। অনেক গর্ভবতী মা এ অক্ষম অসহায় শিশুদের মুখ দেখতে চায় না, যদি ভবিষ্যৎ সন্তানের ওপর এর প্রভাব পড়ে, হয়তো সেই মাই সমাজের চোখে অপরাধী হবে। আমাদের সমাজের সক্ষম, বুদ্ধিমান মানুষগুলোকে আরো সক্ষম ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য কত রকম আয়োজন, আর ওদের জন্য আমরা কি করছি? অনেক ভুক্তভোগী বাবা-মা-ই জানে না কেন তাদের সন্তান এমন হলো, কোথায় গেলে জানা যাবে, তাদের কি ধরনের সমস্যা। কষ্ট ও লজ্জায় সবার নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি

ক্ষমতা!

তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ। অথচ এর আকর্ষণ কতো দুর্নিবার, কতো তীব্র। এ সোনার হরিণের স্পর্শ পাওয়ার জন্য মানুষ মানবিক বোধশূন্য হয়ে পড়ে। অন্যদের কাছে তার আচরণ অস্বাভাবিক মনে হলেও ক্ষমতার আকর্ষণ তাকে বোধশক্তিহীন এক অন্য মানুষে পরিণত করে। এরই আকর্ষণে শেখ হাসিনা লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে হরতাল দেন। এর জাদুকরী স্পর্শ পাওয়ার জন্য আপোসহীন নেত্রী রাজাকারদের সঙ্গে আপোস করেন। তবে এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ চিরতরুণ এরশাদ সাহেব। ক্ষমতার লোভ তাকে পত্নি ত্যাগ (সঙ্গে কিছু চরিত্রও) করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সত্যিই অভাবনীয় 'ক্ষমতার' ক্ষমতা ও আকর্ষণ। কিছু দিন আগে এক বিদেশী সাংবাদিক বলেছিলেন, রাজনীতিই তোমাদের সবচেয়ে বড় বিনোদন। 'ক্ষমতার' আকর্ষণ সে সত্যই আবার প্রমাণ করলো। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের এ বিনোদন অবশ্যই উপভোগ্য করতে হবে। তাই নয় কি?

সাইফ পরাগ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
E-mail : saief14@yahoo.com

তাপদাহ এবং ওষুধ

প্রায় সবগুলো ওষুধের বাক্সে লেখা থাকে 'আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুকনো স্থানে রাখুন'। আবার বেশ কিছু ওষুধের বাক্সে উল্লেখ থাকে '২০ ডিগ্রি সে. অথবা ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখুন।' বিরাজমান তাপপ্রবাহের কারণে দুপুরে ঘরের মধ্যে ৩৬-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ভোরে ৩৪-৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম পড়ছে। এতে কি ওষুধের গুণাগুণ বা কার্যকারিতা ঠিক থাকছে? শুধু এবারই নয়, বিগত ৫-৭ বছরের গরমের তীব্রতার চার্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রীষ্মের অন্তত ৪-৫ মাস ঘরের মধ্যে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপ খুব কম সময়ই থাকে। তার ওপর যে সমস্ত ওষুধের দোকানদার গত রাতে শাটার বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান, তখন তো দোকানের মধ্যে একটি গুমোট অবস্থা বিরাজ করে। মফস্বলের দোকানগুলোর ওপরে টিনের ছাদ। এ অবস্থায় ওষুধের Potency বহুলাংশে হ্রাস পায় বলে আমি বিশ্বাস করি। এই নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এ বিষয়ে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বক্তব্য পত্রিকার পাতায় পেলে খুশি হবো।

রুহুল আমিন জিএম, রথপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া-৭০৪০

হবার ভয়ে ঘর থেকে সন্তানটিকে বের করে না। আসুন আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলি- এটা কোনো সমস্যা না, এদেরকেই সমাজের সম্পদ হিসেবে তৈরি করি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-পরামর্শের মাধ্যমে।

ডালিয়া পারভীন আঁখি
নবাবপুর রোড, ঢাকা

নির্বাচনী সংস্কার

চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনের ফল দেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রয়োজন নেই বলা যাবে না। চট্টগ্রাম নির্বাচনের 'ফল' জয়ী মেয়রের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও বিরোধী দলসমূহের ঐকবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি চট্টগ্রামবাসীর ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ, যা নির্বাচন-পূর্ববর্তী দু-তিন মাস জোট সরকারের সর্বশক্তি প্রয়োগে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যর্থ হয়ে যায়। রিটার্নিং অফিসারের কার্যকলাপে পুলিং অফিসার হিসেবে পিয়ন-আয়া নিয়োগ ও সংখ্যালঘুদের পুলিং অফিসার তালিকায় না রাখা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও কোনো কোনো জায়গায় পুলিং বুথ না সরানো থেকে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং প্রাক্তন চিফ ইলেকশন কমিশনারও রিটার্নিং অফিসারের কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাই তো বিদায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুসূচনার কারণেই হয় নির্বাচন কমিশনের ও ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ৬টি প্রস্তাব দিয়ে বিদায় নিয়েছেন যা অবশ্য এখন গণদাবিরই অংশ। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহ গ্রহণ করা হলে দেশ এক অবনতিশীল পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

মৃত্যুর সঙ্গে বসবাস

পুরনো ঢাকায় অনেক বাড়ির বয়স শত বছর পার হওয়াতে ঝুঁকি নিয়েও অনেক পরিবার-পরিজন বসবাস করছে। বাসাবাড়িগুলো প্রায় ব্রিটিশ আমলে তৈরি এবং বেশির ভাগ হিন্দু পরিবারের ছিল। সেসব বাড়ির হিন্দু মালিকরা অনেকেই দেশে নেই। এছাড়া কিছু বাড়িঘরের মালিক সরকার। জেলা প্রশাসক লিজ দিয়ে এসব বাসাবাড়ি ভাড়া দেয়। এই জরাজীর্ণ বাসাবাড়ির বেশির ভাগ কোতোয়ালী ও সূত্রাপুর ধানাধীন। গুটি কয়েক বাড়ি লালবাগ ও শ্যামপুর থানা এলাকায় পড়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বাসাবাড়িগুলো বসবাসের অযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন অহরহ ভাড়া বা লিজ দিয়ে চলছে। অথচ এগুলো সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই। জরাজীর্ণ এসব বাসা বাড়িগুলোতে গরিব ও দরিদ্র পরিবারগুলো বসবাস করছে। তারা নিরুপায় এবং অসহায়। তাদের করার কিছু নেই। তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজারসহ পুরনো ঢাকার অনেক বাড়িঘরের বয়স শত বছর পার হয়েছে। এগুলো রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে চিহ্নিত করে ঐ জীর্ণদশা বাড়িগুলো ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা নিতে পারে। কারণ যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমতাবস্থায় পুরনো ঢাকায় পরিত্যক্ত জীর্ণদশা শত বছরের পুরনো বাড়িগুলো জনস্বার্থে ভেঙে ফেলার অনুরোধ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, ফরিদাবাদ, ঢাকা

অকার্যকর ধূমপান বিরোধী আইন

কয়েক মাস আগে আইন করা হয়েছে প্রকাশ্যে ধূমপানের বিরুদ্ধে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম, যাক এখন যেখানে-সেখানে ধূমপান বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। আইনে বলা হয়- যানবাহন, স্কুল, হসপিটাল, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট ইত্যাদি পাবলিক প্লেসগুলোতে ধূমপান নিষেধ। আর যদি কেউ ধূমপান করে তাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু আইনটি কতোটা কার্যকর হলো? এখনো রাস্তাঘাটসহ যেসব স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ সেখানে মহোৎসবে লোকজন ধূমপান করে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এই রকম যে, কোনো আইনই আমাদের রুখতে পারবে না। অন্য যেকোনো জায়গার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু যানবাহনের ভেতর ধূমপানের বিষয়টা কি আদৌ কমেছে? কারণ যানবাহনে যাতে ধূমপান না করা হয় তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছিল। যাত্রীদের ভেতর বিষয়টি তেমন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বাস চালকরা অহরহ ধূমপান করেই চলছে। আর মহিলা সিট হচ্ছে ড্রাইভারের সিটের পাশেই, সুতরাং ড্রাইভারের কাছ থেকে আসা সিগারেটের গন্ধ মহিলাদের ভেতর অনেক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। সেদিন মহিলা সিটে বসা এক যাত্রী তো সিগারেটের গন্ধে বমি করে ফেলল পাশের যাত্রীর গায়ে। এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর প্রতিকার কোথায়? আইন করে কি লাভ যদি তার প্রয়োগ ঠিকমতো না হয়? আমাদের উদ্ধারকারী (!) পুলিশ সার্জেন্টরা সবই দেখেন কিন্তু কিছুই বলেন না। আইনটি কেউ থোরাই তোয়াক্কা করে এমন একটা ভাব।

কিছু কিছু নাজুক জায়গা বা পরিবেশ রয়েছে, সেসব স্থানে ধূমপান না করাটাই শ্রেয়। এ নাজুক জায়গাগুলোতে যাতে ধূমপান না করা হয়, এই বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে নজরদারি, খবরদারি করবেন বলে আমরা আশা করছি।

রহিম, মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

ক্যান্সার চিকিৎসা

ক্যান্সার এমন একটি রোগ যা বলে-কয়ে আসে না। এটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। তবে জিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশে প্রতি মিনিটে একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। ক্যানসার এমনই ভয়াবহ রোগ, শুধু রোগী নন তার আত্মীয়স্বজনও ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। ক্যানসারের চিকিৎসা এতই ব্যয়বহুল, অনেকে অর্থের অভাবে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। যারা বিত্তবান তারা দেশে-বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসার ভার চালিয়ে শেষ লড়াই করার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের বিত্তবানদের অনেকে অপ্রয়োজনীয় কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য কিছু করেন না। তার মধ্যে ব্যতিক্রম কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন সংগঠন, ক্লিনিক, হাসপাতাল তৈরি করে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে আমার অনুরোধ, যে প্রতিষ্ঠান ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য কাজ করে, যেখানে ক্যান্সারের চিকিৎসা পাওয়া যায় এবং যেসব ডাক্তার ক্যানসারের চিকিৎসা করেন তাদের নাম, ঠিকানাসহ 'ক্যান্সার গাইড' হিসেবে একটি সংখ্যা প্রকাশ করার।

মমিন মালিক
Cancer. Compaign@ gmail.com

হরতালের ফলাফল

চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন সিএনজি চালক আমির। গত ২১ মে হরতাল চলাকালীন সিএনজি নিয়ে রাস্তায় বের হতেই তিন যুবক এসে সিএনজিসহ তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে তার শরীরের ৪০ ভাগ অংশ পুড়ে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে তিনি মারা যান। তার এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? যিনি মরে গেছেন তিনি তো চলেই গেছেন, কিন্তু তিনি স্ত্রীসহ যে দুটি শিশুকন্যা রেখে গেছেন, তাদের দেখবে কে? এ কোন বর্বরতা? আমিরের দোষ কি ছিলো? পেটের দায়ে সিএনজি নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে, এটাই কি তার অপরাধ? এভাবে একজন জীবন্ত মানুষকে আগুনে দগ্ধ করার যে রাজনীতি তা কবে বন্ধ হবে? আমাদের রাজনৈতিক দলের নেতারা কবে বুঝবেন এভাবে মানুষ মেরে রাজনীতি হয় না। অথচ তারা বলেন, জনগণের জন্য তাদের এ রাজনীতি। এই কি তার নমুনা? গত কয়েক মাস আগে একবার এক ব্যবসায়ীর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। তিনি হয়তো ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। কিন্তু সমস্ত শরীরে ক্ষত নিয়ে তাক বেঁচে থাকতে হবে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। হরতালের বিষক্রিয়া এখন সাধারণ মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এখন জনগণ হরতাল মেনে নিতে পারে না। কারণ একজন দিনমজুর প্রতিদিন রাস্তায় বের না হলে তার পরিবার ভুখা থাকবে। সবকিছুই রাজনৈতিক নেতারা বোঝেন কিন্তু তারপরও তারা হরতাল দিয়ে থাকেন। অথচ বক্তৃতায় বলেন, আমরা জনগণকে মুক্তি দিতে চাই। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই আছে, মুক্তি তারা দেন তবে সেটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মুক্তি নয়, একেবারে জীবন থেকে মুক্তি।

ডাঃ মোস্তফা আব্দুর রহিম, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা